দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 AUG 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কলেজ সরকারীকরণ ঃ উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের পথ

মোঃ আবদুল বাছিত মিঞা

গত ২৩শে জুন দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত অনিরুদ্ধ লিখিত 'অভিজ্ঞতা ছাঁটাই ও আনুষঙ্গিক সমস্যা' উপ-সম্পাদকীয়টি ও ৫ই আগষ্ট দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার লিখিত "কলেজ সরকারীকরণঃ উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানে পথ" শীর্ষক একটি লেখা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। লেখা দুটিই অর্থবহ। জনাব মজুমদার লিখেছেন "অনিরুদ্ধ তাঁর বিবেচনায় সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে সরকারকে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে পুনর্বিবেচনার জন্য বলেছেন। তিনি একটি চিঠির প্রেক্ষিতে আবেগতাড়িত হয়ে স্বল্প পরিসরে এবং কেবলমাত্র আত্মীকৃত শিক্ষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বিষয় বিবেচনা না করে) একটি জটিল সমস্যার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা অসম্পূর্ণ"। জনাব মজুমদার পি, এস, সি'র মাধ্যমে নিয়োগকৃত সরকারী কলেজসমূহে কর্মরত শিক্ষকদের পক্ষের দক্ষ উকিলের মত সংবাদএর পাঠকদের দরবারে তার প্রতিপক্ষ "বেসরকারী থেকে জাতীয়কৃত কলেজসমূহের আত্মীকৃত শিক্ষকদের" বিপক্ষে সুকৌশলে যুক্তিতর্ক পেশ করে পরিশেষে সমস্যা সমাধানের যে পথ নির্দেশ করেছেন তা যে কি অর্থবহন করে তা একজন পাঠক হিসাবে আমাদের বোধগম্যের বাইরে।

২৩শে জুন-এর লেখায় অনিরুদ্ধ এমন একজন শিক্ষকের কথা বলেছেন, যিনি ২১ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অধ্যক্ষ এবং বর্তমান জাতীয়কৃত কলেজেই যার চাকরিকাল ১৭ বছর। এই অধ্যক্ষ ভদ্রলোক সেই কলেজেই একজন বয়ঃকনিষ্ঠের অধীনে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে হওয়ায় অপমানজনক ও বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন; (কোন বড় কর্মকর্তাকে যদি এমনি অবস্থায় পড়তে হত তা হলে কেমন হত)?

শুধু মান-অপমানের প্রশ্নই নয়। উক্ত অধ্যক্ষ শিক্ষককে বেসরকারী আমলে সরকার থেকে সহযোগী অধ্যাপকদের ৪২০০-৫২৫০ টাকা স্কেলে বেতনের যে অংশ দেয়া হত এবং তাকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আত্মীকৃত করায় তিনি বর্তমানে ২৮০০-৪৪২৫ টাকা স্কেলে বেতন পাওয়ায় তাঁর মূল বেতন মাসিক ৮২৫ টাকা কমে যাওয়ায় তিনি আর্থিক সংকটের সম্মুক্ষীণ হয়েছেন। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেও কোন প্রতিকার পাননি। আত্মীকৃত কলেজ শিক্ষকদের জাতীয়কৃত কলেজের চাকরিকালের ৫০% বাদ পড়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং সরকারী কলেজসমূহের শিক্ষকদের মধ্যেও যে বেতনের দিক থেকে অনেক বিশৃঙ্খল অবস্থা রয়েছে যাতে সংশ্লিষ্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে কিছু মন্তব্যসহ সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনিরুদ্ধ বলেছেন। এটা কি নিছকই আবেগ?

জনাব মজুমদার বেসরকারী জাতীয়কৃত কলেজের আত্মীকৃত শিক্ষকদের প্রতি যেন ঈর্ষান্বিত। আত্মীকৃত শিক্ষকেরা জাতীয়কৃত কলেজের চাকরির ৫০% গণনার পরে ইফেকটিভ সার্ভিস ৭ বছর হ'লে সহকারী অধ্যাপক পদে আত্মীকৃত হন---অথচ সরকারী কলেজের শিক্ষকদের চাকরিকাল ৭ বছর হলে তারা পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না---বর্তমান আত্মীকরণ বিধির এই ধারার জন্য সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা আত্মীকৃত শিক্ষকদের প্রতি খুবই ঈর্ষান্বিত। তাছাড়া আত্মীকৃত শিক্ষকদের যে দাবী 'যিনি যে পদে ছিলেন তাকে সেই পদে বহাল রাখতে হবে' এবং ইফেক্টিভ সার্ভিসকে টাইম স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গণনা করতে হবে এর জন্যও সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা বিশেষ করে পি, এস-সি'র মাধ্যমে নিয়োগকৃত শিক্ষকেরা আত্মীকৃত শিক্ষকদের ওপর খাপ্পা।

বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের মতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেহেতু সরকার সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একই জাতীয় বেতন স্কেল চালু করে যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের উপরোক্ত বেতন স্কেলে ৭০% অনুদান দিচ্ছে;

যেহেতু সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের একই কাজ ও দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে;

যেহেতু সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়োগবিধি অনুসরণ করে বেসরকারী কলেজে যোগ্য শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হচ্ছে;

যেহেতু সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব সমাজ তথা রাষ্ট্রকেই বহন করা উচিত যা সরকার বর্তমানে বেসরকারী স্কুল-কলেজে বেতন স্কেলের ৭০%সহ অন্যান্য সুবিধারও কিছু কিছু দিয়ে তার দায়িত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কারণে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এক সময়ে নিতে পারছে না;

সেহেতু জাতীয়কৃত কলেজের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখা উচিত এবং তাদের সম্পূর্ণ চাকরিকালকে ইফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণনা করা উচিত। একজন শিক্ষক বেসরকারী আমলেও যা পড়াতেন সরকারী হবার পরও সেই একই পাঠক্রম অনুসারে পড়াবেন। একজন যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ যদি বেসরকারী আমলে হাজার ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে কলেজ চালাতে পারেন তবে সরকারী ছত্রছায়ায় সরকারী হবার পর কেন কলেজটি চালাতে পারবেন না?

এবং পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগকৃত হোক বা আত্মীকৃত শিক্ষক হোক যারই যখন পদোন্নতির সময় হবে তখনই তাকে পদোন্নতি দিতে হবে। পদের অভাবে পদোন্নতি সম্ভব না হলে অবশ্যই টাইম স্কেল দিতে হবে। পদোন্নতি বা টাইম স্কেলের বেলায় কোন বিলম্ব করা যাবে না।

পিএসসি আর আত্মীকৃত শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শিক্ষা পরিবেশ দূষিত করা ঠিক হবে না। উপযুক্ত যোগ্যতা নিয়েই শিক্ষকেরা সরকারী-বেসরকারী কলেজসমূহে কাজ করছেন। আজকে দেশের বা শিক্ষার যা অবস্থা পঁচিশ বছর পূর্বে কিন্তু এরকম অবস্থা ছিল না; আবার পঁচিশ বছর পরেও এরকম অবস্থা থাকবে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে পি,এস,সি ও আত্মীকৃত এই অস্পৃশ্যতার দেয়াল জিইয়ে রেখে আর যাই হোক শিক্ষার উন্নতি আশা করা যায় না।

(লেখক ফরিদপুর সরকারী ইয়াছিন কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক)।